খাজা গরীবে নেওয়াজ এর অন্যান্য ঘটনাবলী

(BANGLA) khofnak jadoogar

- পানির পাত্রে এক পুকুর পানি
- কবর আজাব থেকে মুক্তি
- অদৃশ্যের সংবাদ
- মৃতকে জীবিত করে দিলেন!
- অন্ধ (ব্যক্তি) চোখ পেয়ে গেল
- হত্যা করতে এসে মুসলমান হয়ে গেল
- দাতা গঞ্জেবখ্‌শ এর নূরানী মাজারে হাজেরী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

ভয়ানক জাদুকর ও অন্যান্য ঘটনাবলী

শয়তান যতই অলসতা দিক না কেন, আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার ঈমানও তাজা হবে এবং অন্তর থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণাও দূর হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব, মুনাযযাহুন আনিল উয়ূব, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের দিনগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তম দিন হল জুমার দিন। হযরত আদম ছফিউল্লাহ্ عَلَیۡہِ السَّلَام এই দিনেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রূহ মোবারকও এই দিনেই কবজ করা হয়। এই দিনেই শিংগাতে ফুঁক দেওয়া হবে। আর এই দিনেই কিয়ামত সংগঠিত হবে। তাই তোমরা এই দিনটিতে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাক। কেননা, তোমাদের দরূদগুলো আমার নিকট পৌঁছানো হয়।” সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার বেছাল শরীফের পর আপনার নিকট দরূদ শরীফগুলো কিভাবে পৌঁছানো হবে?

ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** জমিনকে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র শরীর মোবারকগুলো খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৪৭, দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী বৈরুত)

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ

মেরি চশ্মে আলম ছে ছুপ জানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) ভয়ানক জাদুকর

সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতিয়ার মহান ইমাম খাজায়ে খাজেগান সুলতানুল হিন্দ হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ হাসান সন্জরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করলে সেখানে **সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবিয়্যিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে তিনি সুসংবাদ লাভ করলেন: 'হে মুঈনুদ্দীন! তুমি আমার দ্বীনের সাহায্যকারী! তোমাকে ভারতবর্ষের বেলায়ত দান করা হল। তুমি আজমীর চলে যাও। তোমার অবস্থানের কারণে আজমীরবাসীদের বেদ্বীনি দূর হয়ে যাবে; ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়বে। (সিয়ারুল আকতাব, ১২৪ পৃষ্ঠা) আর সায়্যিদুনা সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ভারতের প্রসিদ্ধ শহর আজমীরে তাশরীফ আনলেন। তাঁর উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোকজন দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হওয়া শুরু করল। সে কারণে সেখানকার কাফির রাজা পৃথ্বিরাজ বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। অতএব, সে এলাকার সবচেয়ে ভয়ানক ও বিপজ্জনক জাদুকর অজয় পাল জোগীকে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

অজয় পাল জোগী তার শিষ্যদের সাথে নিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছল। মুসলমানদের উৎকণ্ঠা দেখে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের চারপাশে একটি কুণ্ডলী তৈরি করে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, কোন মুসলমানই যেন এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে না পড়ে। এদিকে জাদুকরেরা জাদুর প্রভাবে পানি, আগুন ও পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তাদের সকল আক্রমণ কুণ্ডলীর কাছে আসতে না আসতেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে লাগল। এবার তারা এমন জাদু করল যে, হাজার হাজার সাপ পাহাড় থেকে ধেয়ে এসে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু সব সাপই কুণ্ডলীর নিকট আসতে না আসতে মরে যেতে লাগল। শিষ্যরা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তাদের গুরু ভয়ানক জাদুকর অজয় পাল জোগী নিজেই জাদুর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভেল্কিবাজী দেখাতে লাগল। কিন্তু কুণ্ডলীর নিকট আসতেই সেগুলো উধাও হয়ে যেতে থাকল। তার কিছুই যখন কোন কাজে এল না, বরং ব্যর্থ হয়ে গেল, সে রাগান্বিত অবস্থায় অস্থির হয়ে মৃগ-অজীনটি (হরিণের চামড়াটি) বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে তাতে বসে গেল এবং উড়তে উড়তে শূণ্যের দিকে চলে যেতে লাগল। মুসলমানেরা ভীত হয়ে গেল। কী জানি কখন আবার শূণ্য থেকে কী বিপদ ঘটাতে যাচ্ছে। এদিকে আমার আক্বা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার এসব কর্মকান্ড দেখে মুচকি হাসতে লাগলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের খড়ম মোবারকদ্বয়কে ইশারা করলেন। খড়মদ্বয় (জুতা দুটি) তাঁর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই খুব দ্রুত গতিতে উড়তে উড়তে জাদুকরটির পিছু ধাওয়া করতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

সাথে সাথেই খড়মদ্বয় শূণ্যে পৌঁছে গেল এবং তার (জাদুকরের) মাথায় আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। প্রতি আঘাতেই সে নিচের দিকে নামতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে অত্যন্ত দূর্বল হয়ে মাটিতে নামতে বাধ্য হল। নেমেই খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়ল। সত্য মনে তাওবা করে নিল। মুসলমান হয়ে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার ইসলামী নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। (খযীনাতুল আসফিয়া, ১ম খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা) খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ফয়যপূর্ণ নজরের প্রভাবে বেলায়তের উচ্চ আসনে স্থান লাভ করতঃ তিনি আবদুল্লাহ্ বয়াবানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। (আফতাবে আজমীর) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

(২) উট বসাতেই রয়ে গেল

সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যখন ভারতের প্রসিদ্ধ শহর আজমীর শরীফে তাশরিফ আনলেন, প্রথমে তিনি একটি পিপল গাছের নিচেই স্থান নিয়েছিলেন। জায়গাটি সেখানকার কাফির রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের উট রাখার স্থান ছিল। কর্মচারিরা এসে তাঁর (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) উপর রাগান্বিত হয়ে গেল। বে-আদবীর সাথে তারা তাঁকে বলল: আপনারা এখান থেকে চলে যান। কেননা এই জায়গাটি রাজার উট বসার স্থান। খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: আচ্ছা আমরা গেলাম, তোমাদের উটই এখানে বসুক। বরং উটগুলোকে সেখানে বসানো হল। সকালে উটের রাখাল এল, আর উটকে উঠানোর চেষ্টা করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও উটকে উঠাতে পারল না। রাখাল ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে গিয়ে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে এসে নিজের বে-আদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। ভারতের মুকুটহীন সম্রাট হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে বললেন: যাও, **আল্লাহ্ তা'আলার** হুকুমে তোমার উট দাঁড়িয়ে গেছে। রাখাল ফিরে গিয়ে দেখতে পেল যে, সত্য সত্যই সব কটি উট দাঁড়িয়ে আছে। (খাজায়ে খাজেগান) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!!

খাজায়ে হিন্দ উহ দরবার হে আলা তেরা
কভি মাহরূম নিহিঁ মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা।

(৩) পানির পাত্রে এক পুকুর পানি

হুজুর খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কয়েকজন মুরিদ এক বার আজমীর শরীফের প্রসিদ্ধ পুকুর আনা সাগরে গোসল করতে গেলেন। কাফিররা তা দেখে শোরচিৎকার শুরু করে দিল যে, এসব মুসলমানেরা আমাদের পুকুরটিকে নাপাক করে দিচ্ছে। তাই তাঁরা ফিরে গেলেন। আর তারা গিয়ে সমস্ত ঘটনা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে আরয করলেন। তিনি (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ) একটি পানি রাখার মাটির পাত্র দিয়ে খাদেমকে বললেন: পুকুরটি থেকে এটি ভরে নিয়ে আস। খাদেমটি গিয়ে সেই পাত্রটি পুকুরে ডুবাল আনা সাগর নামের পুকুরটির সব পানি সেটিতে চলে এল। পুকুরে আর একটু পানিও রইল না। পানি না পাওয়াতে স্থানীয় লোকজন অস্থির হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তারা সবাই এসে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দরবারের আবেদন করতে লাগল। অতঃপর তিনি رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ খাদেমকে বললেন: যাও, পাত্রের পানিগুলো পুকুরে ঢেলে দিয়ে এসো। যেই হুকুম সেই কাজ। খাদেম আদেশ পালণ করল। আনা সাগর আবার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। (খাজায়ে খাজেগান) **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

হে তেরি যাতে আজব বাহ্‌রে হাকীকত পেয়ারে
কেসি তায়রাক নে পায়া না কিনারা তেরা।

(৪) কবর আজাব থেকে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ একদা তাঁর এক মুরিদের জানাযায় তাশরিফ নিলেন। জানাযা নামাযের পর তিনি তাঁকে নিজ হাত মোবারকে কবরে রাখেন। হযরত সায়্যিদুনা বখতিয়ার কাকী رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: দাফনের পর প্রায় সকল লোকজন চলে যায়। কিন্তু হুজুর খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর কবরের পাশে দাড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ তিনি رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ একেবারেই চিন্তিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মুখ থেকে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ কথাটি শুনা গেল। তিনি খুশি হয়ে গেলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করার কারণে তিনি رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বললেন: আমার এই মুরিদটির উপর আজাবের ফেরেশতারা এসে পৌঁছে। তাই আমি চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে আমার মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা খাজা ওসমান হারূনী رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাশরিফ আনেন।

ফেরেশতাদের কাছে তার পক্ষে সুপারিশ করতে গিয়ে তিনি বললেন, হে ফেরেশতারা! এই লোকটি হচ্ছেন আমার প্রিয় মুরিদ মুঈনুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মুরিদ। একে ছেড়ে দিন। ফেরেশতারা বললেন: লোকটি অত্যন্ত গুনাহ্গার ছিল। তখনো সেই কথাগুলো বলাবলি হচ্ছিল এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল: হে ফেরেশতারা! আমি ওসমান হারুনীর সদকায় মুঈনুদ্দীন চিশতীর এই মুরিদটিকে ক্ষমা করে দিলাম। (মুঈনুল আরওয়াহ্)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে জানা গেল যে, কোন কামেল পীরের মুরিদ হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা, সেটির বরকতে কবরের আজাব দূর হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়।

(৫) মাজযুব ওলীর উচ্ছিষ্ট খাবার

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন পনের বৎসর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তিনি পিতৃহারা হয়ে যান। ওয়ারিশ হিসাবে তিনি একটি বাগান আর একটি যাঁতা পেলেন। সেগুলোকে তিনি জীবন ধারণের উপকরণ বনালেন। তিনি নিজেই বাগানটির দেখাশোনা করতেন এবং বাগানে পানি দেওয়ার কাজ করতেন। একদিন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগানের চারাগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন এমন সময় তৎকালীণ প্রসিদ্ধ মাজযূব ওলী হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম কানদুযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন **আল্লাহ্**র এই মকবুল বান্দাকে দেখতে পেলেন, সাথে সাথেই সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে দৌঁড়ে এসে তাঁকে সালাম করলেন এবং হাতে চুম্বন করলেন। অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা পূর্বক তিনি তাঁকে একটি গাছের ছায়ায় বসালেন।

অতঃপর অত্যন্ত আদব সহকারে তাজা আঙ্গুরের একটি ডাল এনে তাঁর সামনে রাখলেন এবং তাঁর সামনে দু’জানু হয়ে বসে পড়লেন। **আল্লাহ্**র ওলীকে বাগানের মালিক এই যুবকের আচরণ খুবই সন্তুষ্ট করল। তিনি খুশি হয়ে বগলের (নিচে থলে) থেকে এক টুকরা খৈল (সরিষার তুষ) বের করে মুখে দিয়ে চিবিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। যেই খৈলের টুকরাটি গলার নিচে যেতেই খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর মন থেকে দুনিয়ার মুহাব্বত একেবারে চলে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগান, যাঁতা সহ সব কিছু বিক্রি করে দিলেন। বিক্রিলব্ধ সব টাকা-পয়সা গরীব-মিসকিনদেরকে দান করে দিলেন। এর পর ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে **আল্লাহ্**র রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। (মিরআতুল আসরার, ৫৯৩ পৃষ্ঠা। তারিখে ফিরিশতা, ২য় খন্ড, ৭৪০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা‘আলা** তাঁর উপর অত্যন্ত দয়া প্রদর্শন করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওলীগণের ইমাম হয়ে গেলেন, আর ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট হয়ে যান। তাঁর উপর **আল্লাহ্ তা‘আলা**র রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

খুফতগানে শবে গফলত কো জাগা দেতা হে
সাল্হা সাল উহ রাতোঁ কা না ছোনা তেরা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৬) অদৃশ্যের সংবাদ

একদা হযরত সায়্যিদুনা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আওহাদুদ্দীন কিরমানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ও হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ একই স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি ছেলে (সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ) তীর-ধনুক নিয়ে সেই স্থান দিয়ে গমণ করছিল। ছেলেটিকে দেখেই হুজুর গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বললেন: “এই ছেলেটি একদিন দিল্লীর বাদশাহ্ হবে।” অবশেষে এমনটিই হয়েছিল। কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই ছেলেটি দিল্লীর বাদশাহ হয়ে গিয়েছিল। (সিয়ারুল আকতাব) তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁদের সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তোমারে মুঁহ্ ছে জো নিকলি উহ বাত হো কে রহি
কাহা জো দিন কো কেহ্ শব হে তো রাত হো কে রহি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়ত শয়তান কারো মনের মধ্যে এমন কিছু কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, গাইবের সংবাদ তো **আল্লাহ্ তা'আলা** ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কীভাবে গাইব তথা অদৃশ্যের কথা বলতে পারবেন? আমি বলব: **আল্লাহ্ তা'আলা** আলেমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ইলমে গাইব সত্তাগত। তা শাশ্বত ও চিরন্তন। পক্ষান্তরে আম্বিয়া কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও আউলিয়াগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ইলমে গাইব সত্তাগত নয়, আবার শাশ্বত ও চিরন্তনও না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যখন থেকে তাঁদেরকে **আল্লাহ্ তা'আলা** জানিয়ে দিয়েছেন এবং যতটুকু জানিয়ে দিয়েছেন, তখন থেকে তাঁরা ততটুকুই জানেন। তাঁর জানিয়ে দেওয়া ব্যতীত এক বিন্দু ইলমের (জ্ঞানের) মালিকও তাঁরা নন। হয়ত কারো এমন কোন কুমন্ত্রণা আসবে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** যখন বলেই দিলেন, তখন গাইব তো আর গাইবই থাকল না। তার জবাব সামনে আসছে যে, পবিত্র কুরআনে নবীর ইলমে গাইবকে গাইবই বলা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, কে কতটুকু ইলমে গাইব পেয়েছেন? সে বিষয়টি অবশ্য দাতাই জানেন আর গ্রহীতাই জানেন। **হুজুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা তাকওয়ীরের ২৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনি (মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গাইবের বিষয়ে কৃপণ নন।

(পারা: ৩০, সূরা: তাকওয়ীর, আয়াত: ২৪)

উক্ত আয়াতের টীকায় তাফসীরে খাযেনে উল্লেখ রয়েছে: মর্ম এই যে, **মদীনার তাজেদার, হাবীবে গাফফার, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ইলমে গাইব আসলে, তখন তিনি তোমাদের কাছে সে বিষয়ে কার্পণ্য করেন না। বরং তিনি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন। (তাফসীরে খাযেন, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) এই আয়াতের তাফসীর থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের কাছে ইলমে গাইব বলেন। আর একথা সত্য যে, বলবেন তো তা-ই যা নিজেও জানেন।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ইলমে গাইব

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর ইলমে গাইব সম্পর্কে তৃতীয় পারার সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জানিয়ে দিচ্ছি যা তোমরা ভক্ষণ কর আর যা তোমরা তোমাদের ঘর সমূহে সংরক্ষণ করে রাখ। এতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পরিষ্কার রূপে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তোমরা যা যা খাও তা আমার জানা হয়ে যায়। আর যা তোমরা তোমাদের ঘরে সঞ্চয় করে রাখ, আমি সেগুলো সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়ে যাই। এবার বলুন, এটি যদি ইলমে গাইব না হয়ে থাকে, তবে কী? যেক্ষেত্রে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শানই এমন, সেক্ষেত্রে হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এরও যিনি **আক্বা, প্রিয় প্রিয় মুস্তফা, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কেমন হতে পারে? **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলম থেকে কোন্ জিনিসটি গোপন থাকতে পারে? গাইবেরও গাইব **আল্লাহ্ তা'আলা** যা তিনি কপালের চোখ দিয়ে প্রকাশ্য অবলোকন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

অওর কূঈ গাঁইব কিয়া তুম ছে নিহাঁ হো ভালা
জব না খোদা হি ছুপা তুম পে করোড়োঁ দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ)

মোট কথা হচ্ছে, **আল্লাহ্ তা'আলার** নবী-রাসুলগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام বলতে প্রত্যেককেই ইলমে গাইব দিয়ে ধন্য করেছেন। নবীগণের শান তো অনেক উঁচু। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর ফয়য দ্বারা আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ও অদৃশ্যের সংবাদ দিতে পারেন। যথা, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ **‘আখবারুল আখিয়ার’** নামক কিতাবের ১৫ নম্বর পৃষ্ঠায় হুজুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর একটি বাণী বর্ণনা করেছেন: “আমার মুখে যদি শরীয়াতের লাগাম লাগানো না থাকত, আমি তোমাদের বলে দিতাম, ঘরে তোমরা কী আহার করেছ? আর কী সঞ্চয় করে রেখেছ? আমি তোমাদের জাহের বাতেন (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) সব কিছু জানি। কেননা, তোমরা সবাই আমার দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখা যাওয়া কাঁচের মতই।”

হযরত মাওলানা রূমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মাছনভী শরীফে বলেন:

লওহে মাহফূজ আস্ত পেশে আউলিয়া
আয ছে মাহফূজ আস্ত মাহফূজ আয খতা।

অনুবাদ: পবিত্র লওহে মাহফুজ আল্লাহ্র ওলীগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام চোখের সামনে হয়ে থাকে, আর তা (লওহে মাহফুজ) সকল ভূলত্রুটি থেকে মুক্ত।

(৭) মৃতকে জীবিত করে দিলেন!

আজমীর শরীফের বিচারক এক বার কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শূলীতে চড়িয়ে দিলেন। আর তার মায়ের নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন তার ছেলের লাশ এখানে এসে নিয়ে যেতে। ছেলেটির মা কান্না করতে করতে সেই বিচারকের কাছে না গিয়ে বরং সোজা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা খাজায়ে খাজেগান হুযুর গরীবে নেওয়াজ হাসান সন্‌জরী رَحۡمَۃُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মহান দরবারে হাজির হলেন। গিয়ে আরজ করলেন: হায়! আমার একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে গেল! আমার সংসার বিরান হয়ে গেল! হে গরীবে নেওয়াজ! আমার একটি মাত্র সন্তান ছিল। অত্যাচারী বিচারক আমার সেই নিপরাধ সন্তানকে শূলীতে চড়িয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই তিনি رَحۡمَۃُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জালালিয়াতে এসে বললেন: আমাকে তোমার ছেলের লাশের নিকট নিয়ে চল। অতএব, তিনি رَحۡمَۃُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মহিলাটির সাথে তার ছেলের লাশের পাশে গেলেন। তিনি رَحۡمَۃُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেই লাশটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: "হে নিহত ব্যক্তি! বর্তমান বিচারক যদি তোমাকে নিপরাধ হওয়া সত্ত্বেও শূলীতে চড়িয়ে থাকে, তুমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র হুকুমে উঠে দাঁড়িয়ে যাও।" সাথে সাথে লাশটি নড়াচড়া করতে লাগল। দেখতে দেখতেই সে ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। (মাহে আজমীর) **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁদের সদকায় আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم !!

কোন বান্দা কি অপর কোন বান্দাকে জীবিত করতে পারে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান যেন আপনাদের কুমন্ত্রণা দিতে না পারে যে, মৃত্যু ও জীবন দান করা তো কেবল **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাজ। বান্দা হয়ে কেউ তা কীভাবে করতে পারে? আমি আরজ করতে চাই, নিঃসন্দেহে প্রকৃত ও মূল কর্তা **আল্লাহ্ তা'আলাই**। কিন্তু তিনি **রব তা'আলা** নিজের পরিপূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে যাকে চান ক্ষমতাও দিয়ে দেন। দেখুন তাহলে, নির্জীবকে জীবন দান করা **আল্লাহ্ তা'আলা**রই কাজ। কিন্তু **আল্লাহ্ তা'আলা** প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام ও এ কাজটি করতেন। যথা, তৃতীয় পারার সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন;

اَنِّیۡۤ اَخۡلُقُ لَکُمۡ مِّنَ الطِّیۡنِ کَهَیۡـَٔةِ الطَّیۡرِ فَاَنۡفُخُ فِیۡهِ فَیَکُوۡنُ طَیۡرًۢا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে মাটি দ্বারা পাখির মত আকৃতি বানাই। অতঃপর তাতে ফুৎকার দিই। তৎক্ষণাৎ তা **আল্লাহ্**র হুকুমে পাখি হয়ে যায়।

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৪৯)

(৮) অন্ধ (ব্যক্তি) চোখ পেয়ে গেল

কথিত আছে: আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ একদা সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর নূরানী মাজারে এসে উপস্থিত হলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

পাশে এক অন্ধ ফকীর বসে চিৎকার করে করে বলছিল: হে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ! আমাকে চোখ প্রদান করুন। তিনি সেই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা! তুমি এখানে চোখ খুঁজছ কত দিন হয়? ফকীরটি বলল: অনেক বৎসর হয়েছে, কিন্তু এখনো কাজ হচ্ছে না। তিনি তখন বললেন: আমি পবিত্র মাজারে হাজিরী দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি। চোখগুলো যদি দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তো ভাল কথা। না হয় তোমাকে হত্যা করা হবে। এই কথা বলে ফকীরটির উপর পাহারার ব্যবস্থা করে তিনি হাজেরীর উদ্দেশ্যে ভিতরে গেলেন। এদিকে ফকীরটি অঝোর নয়নে কান্না করতে লাগল। আর কান্না করতে করতে বলছিল: হে খাজা رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ! আগে তো কেবল চোখের সমস্যাই ছিল, এখন তো দেখি জীবন নিয়েই টানাটানি। আপনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যদি আমার উপর একান্ত ভাবে দয়া না করেন, তাহলে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। বাদশাহ যখন ভিতর থেকে ফিরলেন, ততক্ষণে ফকীরটির চোখ দুটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাদশাহ্ মুচকি হেসে বললেন: তুমি এতদিন পর্যন্ত একান্ত মনোযাগ সহকারে চাওনি। কিন্তু এই বারে তোমার জীবনের ভয়ে বিশেষ একাগ্রতার সাথে মনোযোগ সহকারেই চেয়েছ। তাই তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

আব চশমে শিফা ছুয়ে গুনাহগার হো খাজা (رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ)
ইছইয়াঁ কে মরজ নে হে বড়া জোর দেখায়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

এখন তো ডাক্তারও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়ত আপনাদের কারো মনের মধ্যে এমন কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যে, কিছু চাইলে তো **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছেই চাইতে হবে। দাতা তো তিনিই। এটা কীভাবে হতে পারে যে, খাজা সাহেবের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কাছে কেউ গিয়ে চোখ চাইবে, আর তা সে পেয়েও যাবে? জবাবে বলব: প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ সব কিছু **আল্লাহ্ তা'আলাই** দান করেন। সৃষ্টির মধ্য থেকে যারা কাউকে কিছু দিয়ে থাকেন, তা **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছ থেকে নিয়েই দেন। **আল্লাহ্ তা'আলা** কর্তৃক প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত কেউ কাউকে এক বিন্দুও দান করতে পারবে না। **আল্লাহ্ তা'আলার** দানের কারণেই সব কিছু হতে পারে। কেউ যদি খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কাছে চোখ খুঁজে আর তিনিও যদি **আল্লাহ্ তা'আলার** দান সাপেক্ষে দিয়েও দেন, তাহলে তা এমনকি অদ্ভুদ ব্যাপার হয়ে গেল যে, বুঝে আসছে না? বিষয়টি তো বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানও পরিস্কার করে দিয়েছে। সকলেই জানেন যে, বর্তমানে ডাক্তারেরা অপারেশনের মাধ্যমে মৃত কারো চোখ লাগিয়ে অন্ধদের দৃষ্টি সম্পন্ন করে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি ভাবে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ও কাউকে **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রদত্ত রূহানী ক্ষমতা বলে অন্ধত্ব জনিত রোগ থেকে আরোগ্য দান পূর্বক দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। মোট কথা, কেউ যদি এই আকীদা পোষণ করে যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** কোন নবী বা অলীকে রোগ থেকে আরোগ্য দান করার কিংবা কিছু দান করার ক্ষমতাই দেননি, তাহলে সেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

যথা, তৃতীয় পারার সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর একটি উক্তি নকল করা হয়েছে:

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জন্মান্ধকে আরোগ্য দান করি, আরোগ্য দান করি কুষ্ঠ রোগীকে, আর আমি **আল্লাহ্‌**র হুকুমে মৃতদের জীবিত করি। (পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৪৯)

আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন, আমি **আল্লাহ্ তা'আলা**র প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করি। এমনকি মৃত ব্যক্তিদেরকেও জীবিত করে তুলি। **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَیْہِمُ السَّلَام কে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা দান করা হয়। আম্বিয়াদের عَلَیْہِمُ السَّلَام মাধ্যমে আউলিয়াদেরকে رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অতএব, তাঁরাও সুস্থতা দান করতে পারেন। আরও অনেক কিছু দান করতে পারেন।

মুহিয়ে দীঁ গউছ হেঁ অওর খাজা মুঈনুদ্দীন হেঁ
আয় হাসান কিউঁ না হো মাহফূজ আকীদা তেরা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৯) হত্যা করতে এসে মুসলমান হয়ে গেল

কোন এক সময়ে এক কাফির বগলের নিচে একটি ছুরি লুকিয়ে রেখে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ব্যক্তিটিকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলেন। সাথে সাথে মুমিনসুলভ (ফেরাসতের) দৃষ্টিতে তার গোপন উদ্দেশ্য বুঝে নিলেন। সে কাছে আসতেই তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তা পূর্ণ করে ফেল; আমি তো তোমার সামনেই আছি। কথাটি শুনতেই তার শরীরে কাঁপুনি শুরু হল। ছুরিটি বের করে নিয়ে এক দিকে নিক্ষেপ করে দিল। সাথে সাথে সে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পবিত্র কদমে লুটিয়ে পড়ল। সত্য মনে তাওবা করে নিল আর সে মুসলমান হয়ে গেল।

(অনুদিত মিরআতুল আসরার, ৫৯৮ পৃষ্ঠা, আল ফায়সাল মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

দাতা গঞ্জেবখ্‌শ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নূরানী মাজারে হাজেরী

মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে হযরত আলী ইবনে ওসমান হাজবেরী দাতা গঞ্জেবখ্‌শ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নূরানী মাজারে অবস্থান করে তাঁর রূহানী ফয়য দ্বারা ধন্য হয়েছেন। সেখান থেকে বিদায়ের সময় তিনি নিচের শেরগুলো পাঠ করেন:

গঞ্জবখশে ফয়যে আলম মাযহারে নূরে খোদা
নাকেসাঁ রা পীরে কামেল কামেলাঁ রা রাহনুমা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বেছাল শরীফ

৬৩৩ হিজরী সনের ৬ই রজব হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইহজগত থেকে পর্দা করেন।

(আখবারুল আখিয়ার, ২৩ পৃষ্ঠা, ফারূক একাডেমী, জেলা খাইরপুর গম্বট)

কপালে উপর পবিত্র নকশা মোবারক

বেছালের পর তাঁর নূরানী কপালের উপর একটি নকশা ভেসে উঠে। তাতে লেখা ছিল:

حَبِيْبُ اللهِ مَاتَ فِيْ حُبِّ اللهِ

অর্থ: **আল্লাহ্ তা'আলা**র মুহাব্বতের উপর **আল্লাহ্**র এই হাবীব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। (আখবারুল আখিয়ার, ২৩ পৃষ্ঠা)

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর তিনটি পবিত্র বাণী

১. নেককার লোকদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা নেক আমল করা থেকে উত্তম। পক্ষান্তরে বদকার লোকদের সাহচর্য বদ আমল করা থেকে নিকৃষ্ট।
২. সে-ই দুর্ভাগা ব্যক্তি, যে সর্বদা বদ আমল করতে থাকে, আর মনে করে সে আল্লাহ্র একজন মকবুল বান্দা।
৩. সে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধু, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। সমুদ্রের ন্যায় উদারতা, সূর্যের ন্যায় সার্বজনীনতা আর মাটির ন্যায় বিনয়ভাব। (আখবারুল আখিয়ার, ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আজমীর বুলায়া মুঝে আজমীর বুলায়া

আজমীর বুলায়া মুঝে আজমীর বুলায়া,
আজমীর বুলা কর মুঝে মেহমান বানায়া।
হো শোকর আদা কেয়সে কেহ্ মুঝ্ পাপী কো খাজা
আজমীর বুলা কর মুঝে দরবার দেখায়া।
সুলতানে মদীনা কি মুহাব্বত কা ভিখারী
বন কর মঁহি শাহা আপ কে দরবার মেঁ আয়া।
দুনিয়া কি হুকুমত দো না দৌলত দো না ছরওয়াত
হার চিজ মিলি জামে মুহাব্বত জো পিলায়া।
কদমোঁ ছে লাগালো মুঝে কদমো ছে লাগা লো
খাজা হে জমানে নে বড়া মুঝ কো ছতায়া।
ডুবা, আভি ডুবা, মুঝে লিল্লাহ্ সম্ভালো
সয়লাব গুনাহোঁ কা বড়ে জোর ছে আয়া।
আব চশ্‌মে শিফা বাহরে খোদা ছোয়ে মরীজাঁ
ইছয়াঁ কে মরজ নে হে বড়া জোর দেখায়া।
ছরকারে মদীনা কা বানা দীজিয়ে আশিক
ইয়ে আরজ লিয়ে শাহ করাচী ছে মঁহি আয়া।
ইয়া খাজা করম কীজিয়ে হোঁ জুলমতেঁ কাফুর
বাতেল নে বড়ে জোর ছে ছর আপনা উঠায়া।
আত্তার করম হি ছে তেরে জম্ কে খাড়া হে
দুশমন নে গিরানে কো বড়া জোর লাগায়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net